

কাটা ফসল সংগ্রহ ও উৎপাদনশীলতাঃ
বপনের ৬০-৭০ দিনের মাঝেই এটি সংগ্রহের উপযুক্ত হয়ে যায় কিন্তু সবচেয়ে ভালো সময় হল দানাপুষ্টি অবস্থা। সাধারণ ভাবে প্রতি হেক্টরে ২০০-৩০০ কুইন্টাল গোখাদ্য উৎপন্ন হয়। শুষ্ক পদার্থের উৎপাদনশীলতাও উচ্চ (প্রায় ৬০-৭০ কুইন্টাল)। ফুল আসার সময় সবচেয়ে বেশী ক্রুড শ্রেটিন উৎপন্ন হয়। নিজস্ব থেকে গন্ধ সঞ্চারের গুণমান ভালো। আফ্রিকান টলেব ফলন সর্বাধিক (৩২০কুইন্টাল প্রতি হেক্টর)। অন্যান্য উপযুক্ত জাতগুলি হল এফ এম এল ১৩ এবং জে ১০০৬। এতে ক্রুড শ্রেটিনের পরিমাণ ৮-১২%।

ফসল বপন পদ্ধতিঃ
ভুট্টার সাথে বরখটি বা রাইস বিন ১:১ অনুপাতে বপন করলে উচ্চমানের ফসল পাওয়া যায়। দেখা গেছে যে পোলট্রিসার দিয়ে প্রতিস্থাপন করলে ফলনের উপর কোন খারাপ প্রভাব পরে না কিন্তু FYM দিয়ে প্রতিস্থাপন করলে ফলনের উপর স্বাভাবিক প্রভাব পড়ে। ৭৫% নাইট্রোজেন ইউরিয়া এবং ২৫% পেলিট্রিসারের মাধ্যমে প্রয়োগ করলে সর্বাধিক শব্দের উৎপাদন প্রদান করে যা ৫০% FYM এবং ৫০% পেলিট্রিসারের প্রতিস্থাপনের সমান ফল প্রদান করে।

বীজ উৎপাদনঃ
এক হেক্টর জমি থেকে পাঁচ থেকে ছয় টন বীজ উৎপন্ন হয়।

জাতঃ
জে-১০০৬, আফ্রিকান টি এবং এফ এম এল-১৩।



সর্বভারতীয় গোখাদ্য গবেষণা প্রকল্প, কল্যাণী কেন্দ্র থেকে অধ্যাপক ডাঃ মিলীপ কুমার শে এবং ডাঃ চম্পক কুমার শঙ্কু কর্তৃক প্রকাশিত এবং মিশা কপিউটারস, কল্যাণী, দুরাতাব ০০৫-২৫০২-২৭২৩ কর্তৃক মুদ্রিত।

যোগাযোগঃ অফিসার ইন-চার্জ, সর্বভারতীয় সমন্বিত গোখাদ্য গবেষণা প্রকল্প, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ডাইনেটেরেট অফ রিসার্চ, কল্যাণী-৭৪১২৩৫, নদীয়া।

সর্বভারতীয় সমন্বিত গোখাদ্য গবেষণা প্রকল্প



MAIZE

বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী কেন্দ্র

ভুট্টা (জিয়া মোজ এল.)

ডাইনেটেরেট অফ রিসার্চ
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫
ফোন - ০৩৩-২৫৮২ ৮৪০৭

ভুট্টা (জিয়া মোজ এল.)

জমি ও মাটিঃ
উন্নত নিকশী ব্যবস্থায় সেরা মাটিই এই চাষের উপযোগী।

বীজের হার ও বপনঃ
প্রতি হেক্টরে ৫০ কেজি বীজ যথেষ্ট। বীজ বপনের আগে জমিতে যথেষ্ট জল আছে কিনা তা দেখে নেওয়া উচিত। দুটি সারির মধ্যকার দূরত্ব ৫০সেমি এবং সারিতে গাছগুলির দূরত্ব ১০ সেমি হওয়া প্রয়োজন। দূরত্ব বাড়লে ক্রুড অ্যান্ড কমে যায়। দূরত্ব বাড়লে ক্রুড শ্রেটিনের পরিমাণ বেড়ে যায় (৮-১২%)। ২৫ সেমি অপেক্ষা ৫০ সেমি দূরত্বে ফসলরাস গ্রহণ বৃদ্ধি পায়। জুলাইয়ের মাঝে ফসল লাগালে বেশি সবুজ গোখাদ্য উৎপাদিত হয়। ভুট্টার সাথে গিনি ঘাস মিশিয়ে চাষ করলে বেশী গোখাদ্য উৎপাদিত হয় এবং আগাছাও দমন হয়।

সার প্রয়োগঃ
১০০-১৫০ কেজি নাইট্রোজেন, ৬০ কেজি ফসফেট এবং ৩০ কেজি পটাশ প্রতি হেক্টর প্রয়োগে ফলন বৃদ্ধি পায়। শুষ্ক পদার্থ উৎপাদনে ফসফেটের অবদান খুব

গুরুত্বপূর্ণ নয়। নাইট্রোজেন ও ফসফেট প্রয়োগের ফলে ক্রুড শ্রেটিনের পরিমাণ বাড়তে পারে কিন্তু অ্যাসের পরিমাণ কমে। প্রথমবার জমি নিড়ানোর পর অর্থাৎ ৩০-৩৫ দিন পরে ১২কেজি ইউরিয়া প্রতি হেক্টর প্রয়োগে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়। সবুজ পদার্থ উৎপন্ন করতে FYM থেকে পোলট্রিসার বেশী ভালো কাজ করে। সুপারিশকৃত সারের ২৫%, ৫০% এবং ৭৫% নাইট্রোজেন পোলট্রিসার দিয়ে প্রতিস্থাপন করলে ফলনও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। যদিও ১০০% অর্জিব নাইট্রোজেন প্রয়োগের ফলে ফলন বৃদ্ধি পায় কিন্তু জৈব নাইট্রোজেন প্রয়োগ দীর্ঘমেয়াদে উপকারী কারণ জৈব উৎস তড়ুজজাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে আরও ভালো পুষ্টি সরবরাহ করে। মোট নাইট্রোজেনের ৫০% অর্জিব উৎস থেকে এবং বাকি অংশ পোলট্রিসার থেকে সরবরাহ করলে সর্বোচ্চ ক্রুডশ্রেটিন উৎপন্ন হয় যা সম্পূর্ণ অর্জিব সার প্রয়োগের সমান। সুপারিশকৃত সারের ৭৫% নাইট্রোজেন ইউরিয়া থেকে এবং ২৫% নাইট্রোজেন FYM থেকে সরবরাহ করলে সর্বোচ্চ ক্রুড ফাইবার উৎপন্ন হয়। ভুট্টা বীজের সাথে অ্যাকোটোব্যাকটার ও অ্যাজোপিরাইলম প্রয়োগ করলে যথাক্রমে ১৪.৫% এবং

৩.৬% ফলন বৃদ্ধি পায়। ফসলের লালনের এই সুপারিশগুলি AICRP ON FORAGE CROPS এর National Group Meeting থেকে এসেছে।

জলসেচঃ
এই ফসলটি জলজমা সহ্য করতে পারে। কিন্তু গ্রীষ্মে বা শীতে ১৫ দিন অন্তর জলসেচের প্রয়োজন। সাধারণ ভাবে গ্রীষ্মকালে ৫-৬টি সেচের প্রয়োজন কিন্তু বর্ষাকালে কোন সেচের প্রয়োজন হয় না।

আগাছাদমনঃ
চারাগাছ বেচোনার পর প্রথমবার নিড়ানো প্রয়োজন। স্যাটার্ন ৫০ EC @ ১.৫লিটার প্রতি হেক্টর খারা আগাছা লক্ষ্যভাবে দমন করা যায়। অ্যাট্রাটফ ৫০% WP দিয়ে ও গুচুর সবুজ গোখাদ্য উৎপাদিত হয়। অজুরোগমের আগে ২.০ কেজি প্রতি হেক্টর অ্যাট্রাটিন ও ৪২দিনে একবার হাতে নিড়ান সবচেয়ে ভালো ফল প্রদান করে। ২.০ কেজি নোথিওকার্ব প্রতি হেক্টর ও এর সমান কাজ করে। খরিফ মরসুমে আগাছার উপদ্রব বেশী হয়। হাতে নিড়ানোর পাশাপাশি অজুরোগমের আগে ২ কেজি গ্রানাক্সোন প্রতি হেক্টরে প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়।